দৈনিক সংগ্রাম

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 15 OCT 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

বাম থেকে শেখ মুজিবর রহমান, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, মোহাম্মদ উল্লাহ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, বিচারপতি সায়েম, জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী

১৫ বছরে ৮ জন প্রেসিডেন্টের বিদায়

।। আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু ।।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করে একজন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে নিয়ে প্রবাসী সরকারের যাত্রা শুরু হয় কুষ্টিয়ার মেহেরপুর থেকে। এরপর গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পালা বদলের মত একে একে বিদায় নিয়েছেন আটজন প্রেসিডেন্ট। রাষ্ট্রের নবম প্রেসিডেন্টের আমলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা এবং ৪র্থ সংশোধনীর পর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিদায় নেয়া আট জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে একজন সর্বোচ্চ ৪ বছর একমাস এবং অপর একজন সর্বনিম্ন ৮৩ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া উক্ত আটজনের মধ্যে একজন সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত, একজন বিদ্রোহী সামরিক বাহিনীর অফিসারদের দ্বারা নিহত, একজন 'রক্তপাত এড়ানোর জন্য' স্বেচ্ছায় পদত্যাগ, একজন শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ এবং একজন 'জাতীয় স্বার্থে সামরিক আইন জারি ছাড়া উপায় না থাকায়' পদত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ১২ই জানুয়ারী তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর উপর। ১৯৭৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করলে জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে সংসদের তখনকার স্পীকার জনাব মোহাম্মদুল্লাহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে একদলীয় প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতি কায়েম করা হয়। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিবর্তনের অল্প কিছুদিন পরই

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক সংগ্রাম

তারিখ 15 OCT 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

বিদায়

১ম পাতার পর

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত এবং বাকশালের শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তীতে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী এবং শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তার দায়িত্ব গ্রহণের একাশিতম দিনে ১৯৭৫ সালের ৩রা নবেম্বর এক পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। দুই দিন পর ৫ই নবেম্বর বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই নিযুক্তির কথা দুই দিন পর ৭ই নবেম্বর জানা যায়। সে দিন খন্দকার মোশতাক আহমদ এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন যে, "রক্তপাত এড়ানোর জন্য" তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করেন এবং সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সে বছরে ৩০শে মে গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিয়া তার মেয়াদের ৩ বছর অতিবাহিত করার পর ১৯৮১ সালের ৩০শে মে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে চট্টগ্রামে নিহত হন।

এরপর তদানীন্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ই নবেম্বর দেশের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্বাচিত হন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। 'বেসামরিক প্রশাসনের ব্যর্থতা ও সীমাহীন দুর্নীতি' থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন সুপ্রীম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ১৮ দফা কর্মসূচীর পক্ষে রায় ঘোষণা করা হয়। আজ দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।